জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন শিল্প: অতীত, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

মারুফ আদনান*

Abstract

As information technology advances, advertising is having the greatest influence on people's lives. Advertisements may be seen online or offline, in newspapers or on TV. Advertising dominates newspapers, radio, television, internet, YouTube, Facebook and other social midea platform. Before digital technology became prevalent, most advertising was done via various forms of print media. In the past, popular forms of advertising included direct poems, songs, canvassing, short plays, or circuses; yet, these strategies continued to evolve as a result of the development of various printing processes. Employing qualitative research techniques, this study provides a concise overview of the evolution of print and newspaper advertisements, as well as data pertinent to Bangladeshi newspapers published at various periods. This research uncovers both the history of printed advertisements in Bangladesh after the partition as well as the culture of advertising in the country.

চাবিশব্দ: বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, মুদ্রণ, দেশভাগ-উত্তর, বাংলাদেশ

ভূমিকা

উৎপাদনকারী পণ্য, সেবা বা নতুন ধারণা বিক্রয়ের জন্য ব্যবহারকারী বা ভোক্তার কাছে যে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে বিজ্ঞাপন বলা হয়। তবে বিজ্ঞাপন সরাসরি ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়াও হতে পারে। প্রচারিত বিজ্ঞাপনের বিষয়, নান্দনিকতা ও টেক্সটের ব্যবহার থেকে একটা জনগোষ্ঠীর রুচি-অভিরুচির ধারণা পাওয়া যায়। ঘরে কিংবা বাইরে বিজ্ঞাপনের সাথেই মানুষের বসবাস। বাড়ির ছাদে বা মোড়ে দেখা মেলে বিলবোর্ডের, দেয়ালে পোস্টার বা বিজ্ঞাপন না লেখার জন্য বিজ্ঞাপন, চাকরির বিজ্ঞাপন, বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন, পড়াতে চাই, পাত্রী চাই, চিকামারা বা দেয়াল লিখন, গাড়ি বাজমি বিক্রিরবিজ্ঞাপন, রঙবেরঙের সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট, ফ্লায়ার, ক্রশিয়ার, নিয়ন সাইন, এলইডি ডিসপ্লে, মাইকিং, ফুটপাতে শত রকম পণ্য আর শত বিক্রেতার হাঁকডাক ইত্যাদি। ঘরের মধ্যেও নিত্য পৌঁছে যাচ্ছে বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্র,

চিত্র ১: Jinan Liu's Kung-Fu Needles Shop-এর বিজ্ঞাপনের জন্য তৈরিকৃত লগো সম্বলিত তামার প্লেট। ছবির উৎস: Wikimedia Commons

---

* সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার, মোবাইল মেসেজে, অনলাইনে, অফলাইনে নানান উপায়ে বিজ্ঞাপন প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষের আবেগ, রুচি ও সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, জীবনধারা সবকিছুর উপরে বিজ্ঞাপনসংস্কৃতির বড় প্রভাব রয়েছে। এমনকি মানুষের মুখের ভাষাকেও প্রভাবিত করছে বিজ্ঞাপন। আজকের বিশ্বে বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি এতো বেশি প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে যে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের চল দিন দিন কমে আসছে।বিজ্ঞাপনের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে একটি অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য, যোগাযোগ সবকিছুই। পূর্ববাংলায় ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কিছুটা উন্নয়নের হাওয়া বইতে শুরু করে। স্থানীয় কাঁচামালের উৎপাদের উপর ভর করে আস্তে আস্তে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। স্থানীয় পণ্যের বাজার তৈরি হতে থাকে। ফলে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আগের তুলনায় বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়।খ্রিষ্টপূর্ব সাতশ বছর আগে প্রথম পূর্বচীনের শহর ইনানে (Tsinan) বিজ্ঞাপনের ধারণার জন্ম হলেও ১৪ শতকে মুদ্রণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরই এর প্রসার ঘটে।[১] তবে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে ১৭ শতকের প্রথমার্ধে। ইউরোপে তখন পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছিলো।[২] মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত প্রথম বাংলা দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর'-এ (১৮৪০ খ্রি:) প্রথম পৃষ্ঠায় দুইটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিলো। পূর্ব বাংলা প্রথম সাময়িকপত্র 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ'-এ (১৮৬০) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রায় পুরো পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন রাখা হয়েছিলো।[৩]

মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস বেশ পুরানো। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গণমানুষের কাছে পণ্য বা সেবার প্রচারের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরানো বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন মিশরীয়রা প্যাপিরাসের পাতায় বিক্রয়ের জন্য পণ্যের বিজ্ঞাপন করতো বলে জানা যায়।Zhou Gong এর Classic of Poetry: Shijing এ উল্লেখ পাওয়া যায় একাদশ থেকে সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বের চীনে চকলেট জাতীয় খাবার বিক্রি করার জন্য বাঁশি বাজিয়ে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো। 'পূর্ব চীনের জিনান শহর থেকে সং রাজবংশের সময়কার তৈরি তামার পাতে লেখা একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করা হয়। বিজ্ঞাপনটির উপরের অংশে খরগোশের লোগোসহ*"Jinan Liu's Fine Needle Shop"*এবং নিচের অংশে *"We buy high-quality steel rods and make fine-quality needles, to be ready for use at*

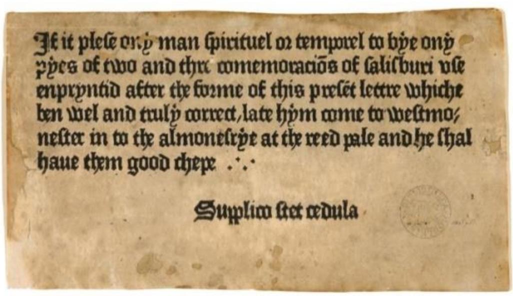
If it plese ony man spirituel or temporel to bye ony pyes of two and thre comemoracios of salisburi vse enpryntid after the forme of this preset lettre whiche ben wel and truly correct, late hym come to westmonester in to the almonesrye at the reed pale and he shal haue them good chepe

Supplico stet cedula

চিত্র ২: উইলিয়াম ক্যাক্সটন কর্তৃক লেখা বইয়ের প্রচারের লক্ষ্যে হ্যান্ডবিল আকারে ছাপানো বিজ্ঞাপন। ছবির উৎস: infoacrs.com

*home in no time"*লেখা রয়েছে। একেই এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত প্রাচীনতম বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের একমাত্র উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়(চিত্র ১)।[৪]

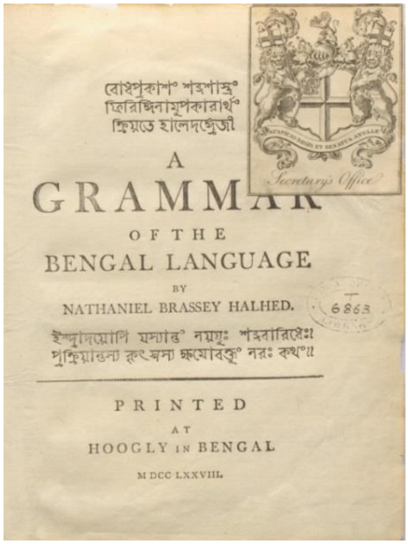

চিত্র ৩: 'A Grammar of the Bengali Language' বইয়ের একটি পৃষ্ঠা। ছবির উৎস: British Library (Online).

মুদ্রণ প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথেসাথে মানুষের তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ বেড়ে গেলো। বিজ্ঞাপনের জন্য আগে সরাসরি কবিতা, গান, ক্যানভাসিং (Canvassing), ছোট নাটিকা, সার্কাস ইত্যাদির প্রচলন থাকলেও মুদ্রণ পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে এই কৌশলগুলোর ধরণ পাল্টে যেতে থাকে। জার্মানিতে ১৪৪০ সালের দিকে Johannes Gutenberg কর্তৃক 'লেটারপ্রেস মুদ্রণ' (Letterpress Printing) পদ্ধতির আবিষ্কারের পর মুদ্রণ পদ্ধতির ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। একসময় ক্যানভাসাররা পণ্য হাতে নিয়ে পণ্যের গুণগান করতো বা কবিতা-গান করতো, কাঠের ফলক বা দেয়ালে লিখে সাইনবোর্ড, কাপড় বা কাগজে লিখে পোস্টারের মতো স্থানে স্থানে সেঁটে দিতো। মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কারের পর কাগজে বা কাপড়ে পণ্যের ছবি ছাপিয়ে তার পাশে পণ্য সম্পর্কে ছন্দ মিলিয়ে কয়েক লাইন কবিতা ও পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব হলো। ছাপা হওয়াতে বিজ্ঞাপনটি গ্রাহকের সামনে বেশিক্ষণ রাখাও গেলো। ধারণা করা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যান্ডে প্রথম মুদ্রিত বিজ্ঞপন দেখা যায়। ইংরেজ লেখকওমুদ্রক William Caxton ১৪৭৭ সনে তার লেখা বইয়ের প্রচারের লক্ষ্যে বইটি সম্পর্কে নানান তথ্য দিয়ে কাগজের হ্যান্ডবিল বিলি করেন। প্রচারিত হ্যান্ডবিলটিতে কোনো ছবি ছিলো না। অনেক গবেষক হ্যান্ডবিলটিকে প্রথম মুদ্রিত বিজ্ঞাপন মনে করেন(চিত্র ২)।[৫]

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ প্রকাশের চল শুরু হলে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ধারণা জনপ্রিয়তা পায়। ১৬০৪ জার্মানিতে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাগজের উৎপাদন, মুদ্রণ প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং গণমানুষের তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পত্রিকা দৈনিক ভিত্তিতে প্রকাশ হতে শুরু করে। ইতিহাসের প্রথম মুদ্রিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'The Daily Courant' ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয় ১৭০২ সালে। এক পাতার এই পত্রিকায় সামনের পাতায় দুইটি কলাম ও পেছনে বিজ্ঞাপন থাকতো।[৬] এই পত্রিকাটি ১৭৩৫ সাল পর্যন্ত টিকে ছিলো। তবে ১৭০৪ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ তৎকালীন উত্তর-আমেরিকার দৈনিক পত্রিকা 'The Boston News Letter'-এ প্রথম বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। যা ছিলো একটি জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন। ১৭২৯ সালে প্রকাশিত Benjamin Franklinএর 'Pennsylvania Gazette'পত্রিকায় সম্পূর্ণ একটি পাতা বিজ্ঞাপনের জন্য

রাখা হতো।[৭] ফলে স্বল্পমূল্যে গ্রাহকের কাছে পত্রিকা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনায় বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

বাংলাদেশের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন

ষাট-সত্তর বছর আগেও বিজ্ঞাপন মাধ্যমটি বাংলাদেশ অঞ্চলে এতো শক্তিশালী ছিলো না। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাস তুলনামূলক নবীনই বলা যায়।১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা গড়ে উঠেছিলো। এরমধ্যে এভারগ্রীন পাবলিসিটি, কামার্ট, ইস্টল্যান্ড এ্যাডভারটাইজিং, গ্রীন ওয়েজ পাবলিসিটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।পাকিস্তান আমলে কয়েকজন চারু শিল্পী পত্রিকার বিজ্ঞাপনের নকশা বা পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন, যেমন- কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩৪-২০১৪), খাজা শফিক আহমেদ (১৯২৫-১৯৭২), আবদুস সবুর খান, এ.জেড পাশা, সুভাষ দত্ত (১৯৩০-২০১২) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দেশভাগের পর বার-তেরো বছর পর্যন্ত কলকাতা থেকে ব্লক নিয়ে এসে বিজ্ঞাপন ছাপানোর কাজ চালানো হলেও পরবর্তীতে পুরান ঢাকায় ইস্টার্ন প্রসেস নামে একটি কোম্পানী ব্লক তৈরির কাজ শুরু করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন জগৎ বেশ বড় হয়ে উঠে। ১৯৭৫ সালে ঢাকায় ৩৯টি বিজ্ঞাপনী সংস্থা গড়ে উঠেছিলো বলে জানা যায়, বর্তমানে যা শতকের ঘর ছাড়িয়েছে।[৮]

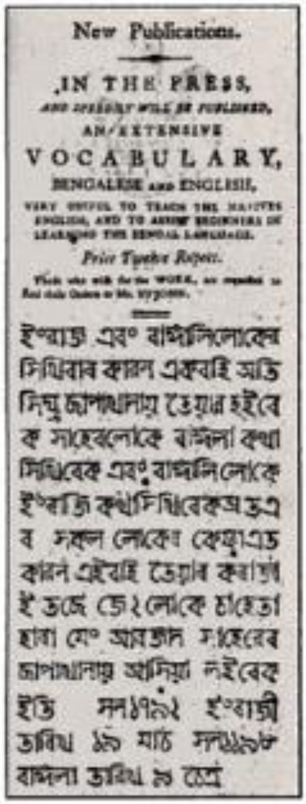

চিত্র ৪: বাংলা ভাষায়ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞাপন।

বাংলা ভাষার বর্ণ প্রথম মুদ্রিত হয় "A Grammar of the Bengali Language"বইয়ে (চিত্র ৩)। প্রকাশিত হয়েছিলো ১৭৭৮ সালে। Nathaniel Brassey Halheadএর বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক এই বইয়ের জন্য Charles Wilkinsএবং তার সহকারী পঞ্চানন কর্মকার প্রথম লেটারপ্রেস (Letterpress) প্রিন্টের উপযোগী বাংলা বর্ণমালার 'Bengali Typeface'নির্মাণ করেন এবং বইটি মুদ্রণ করেন। এই বইটি বাংলা ভাষার লেটারপ্রেস মুদ্রণ পদ্ধতির প্রথম সফল পুনঃমুদ্রণযোগ্য বই।[৯]১৭৯২ সালে 'Culcatta Chronicle'নামক ইংরেজি পত্রিকায় 'A Grammar of the Bengali Language' বইটির একটি বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। বিজ্ঞাপনটি বাংলা ভাষায়ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞাপন (চিত্র ৪)।[১০]তবে বাংলা ভাষায় এই বিজ্ঞাপনটির সমসাময়িক বা তারও আগে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে থাকলেও তার কোনো সংরক্ষিত কপি বা তথ্য জানা যায়নি।বিজ্ঞাপনটির ভাষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিস্তৃত বাংলা অঞ্চলে বাংলাভাষার নানা বৈচিত্র বিদ্যামান। এই বিজ্ঞাপনের ভাষা, বাক্য, বর্ণ, বানানরীতি আজকের বাংলা ভাষার চেয়ে বেশ কিছু ভিন্নতা আছে। বিজ্ঞাপনের লেখাটা কিছুটা এমন– *'ইংরাজ এবং বাঙ্গালিলোকের সিখিবার কারণ একবহি অতি সিঘ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবেক সাহেবলোকে*

বাঙ্গলা কথা সিখিবেক এবং বাঙ্গালিলোকে ইংরজি কথা সিখিবেক অতএব সকল লোকের...'[১১] টেক্সটের শেষের দিকে তারিখ ছাপা হয়েছে এভাবে- *'ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮ বাঙ্গলা তারিখ ৯ চৈত্র'* ।বিজ্ঞাপনটির মূল বক্তব্য ছিলো, 'ইংরেজ এবং বাঙালিদের শিক্ষার জন্য একটি বই শীঘ্রই ছাপাখানায় তৈরি হবে। ইংরেজরা বাংলায় কথা বলা শিখবে এবং বাঙালিরা ইংরেজিতে কথা বলা শিখবে অতএব সকলের জন্য এই বইটি তৈরি করা হচ্ছে। যারা বইটি সংগ্রহ করতে চান তারা আবজদ সাহেবের ছাপাখানা থেকে চেয়ে নিবেন।' 'ইতি'র পর সম্ভবত নিবেদক বা যিনি বক্তব্য দিয়েছেন তার নাম হতো আর তারিখ হতো নামের নিচে। বিরাম চিহ্নের ব্যবহার না করা, নির্দিষ্ট স্পেস রাখার সমস্যা ও তখনকার প্রযুক্তিতে বর্ণের সঠিক আকার বজায় রাখার সমস্যার কারণে লেখাটা পড়া অসুবিধাজনক হলেও মূল বক্তব্যটি বোধগম্য ছিলো। উল্লেখ্য তারিখ লেখার ধরণটাও লক্ষণীয়। প্রথমে সাল, মাঝখানে 'ইংরাজী তারিখ' ও 'বাঙ্গালা তারিখ' লিখে তারপর তারিখ এবং মাসের নাম লেখা হয়েছে।

পত্র পত্রিকায় ছাপানো বিজ্ঞাপন এবং তার প্রেক্ষিতে তৎকালীন সমাজ চিত্রকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পত্রিকার ইতিহাস অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। রংপুরের কুণ্ডী পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর উদ্যোগে এবং গুরুচরণ রায়ের সম্পাদনায় ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে (বাংলা ভাদ্র, ১২৫৪) প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'।[১২] পত্রিকাটি ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিরতি ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিলো। জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর আর্থিক আনুকূল্যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো ফলে বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল হতে হয়নি।[১৩]

সংবাদ পত্রের ইতিহাসের সাথে ঢাকার মুদ্রণ ইতিহাস জড়িত। ১৮৪৭ সালে ঢাকায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্র এনেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা, তাদের প্রচারপত্র ও রিপোর্ট ছাপার জন্য। ১৮৫৬ সালে ঢাকায় দ্বিতীয় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়, যার নাম 'ঢাকা প্রেস'। এই প্রেস থেকেই মুদ্রিত হতো সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদ পত্রিকা 'দি ঢাকা নিউজ'। আলেকজান্ডার ফর্বেসের সম্পাদনায় 'দি ঢাকা নিউজ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালের ২৬ এপ্রিল।[১৪] মধুসূদন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রটির নাম ছিল 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ'। বৃহত্তর রংপুরের জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী নিজ উদ্যোগ ও খরচে পত্রিকাটি বের করেছিলেন।[১৫]'রঙ্গপুর বার্তাবহ', 'দি ঢাকা নিউজ' ও 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' এই তিনটি পত্রিকার সম্পাদক আর্থিকভাবে সামর্থবান ব্যক্তিরা ছিলেন। পত্রিকাগুলোর মুনাফা করা বা নিয়মিত মুদ্রণের খরচ জোগার কোনো সমস্যা ছিলো না। ফলে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে পত্রিকাগুলোর বাড়তি আয়ের দরকার হতো না। এই পত্রিকাগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো ঢাকা শহর ও এর বাইরের ইংরেজ, আর্মেনি, জমিদার এবং নীলকরদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ। তাছাড়া বাংলাদেশে তখন শিল্পায়নের তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপন না ছাপানোর অন্যতম কারণ হতে পারে। তবে 'ঢাকা নিউজ' কখনো কখনো কম্পানি প্রশাসন ও মিশনারিদের কঠোর সমালোচনাও করতো।

এরপর বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে বহুল জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ 'ঢাকা প্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ছিলো ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। 'ঢাকা প্রকাশ' বিজ্ঞাপন ছাপানোর উপর

বেশ জোর দিত। সেসময় প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার উৎস হিসেবেও পত্রিকাটি পরিচিতি পেয়েছিল। পত্রিকাটিতে ওষুধ এবং বই-পুস্তকের বিজ্ঞাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর ১৯০৩ সালের ১৭ মে সংখ্যার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী। একই তারিখে আয়ুর্বেদী ওষুধ 'যোগাঙ্গ প্রসাদের সিদ্ধ চূর্ণ' সেবনে উপকারপ্রাপ্ত বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গের পাল বংশীয় জমিদারের পত্র বিজ্ঞাপনাকারে প্রথম পাতার প্রথম দুটো কলামে মুদ্রিত হয়েছিল। তৃতীয় কলামে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসহ ধর্মীয় গ্রন্থাবলির বিজ্ঞাপন, চতুর্থ কলামে কেশরঞ্জন তৈলের বিজ্ঞাপন ও পঞ্চম কলামে শিশুরঞ্জন পাটি গণিতের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। পত্রিকার ভাষা যেহেতু 'সাধু' ছিলো বিজ্ঞাপনও ছাপা হতো ঐ ভাষাতে। কাঠের ব্লকে সাদা কালো রঙে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয় ছবি ছাপা হতো। সেইসময় রঙিন ছবি ছাপানোর ব্যবস্থা ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বকাল পর্যন্ত 'ঢাকা প্রকাশ' টিকে ছিলো। বাংলাদেশের শতায়ু বয়সীপত্রিকাটি বিজ্ঞাপন শিল্পের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।[১৬]

চিত্র ৫: মাসিক মোহাম্মদীতে ছাপা সানলাইটসাবানের বিজ্ঞাপন।

প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে ধারণা করা যায়, বাংলা অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন বলবৎ থাকা পর্যন্ত গণমানুষের কথা ভেবে দেশীয় বণিকদের পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প-কারখানার বিস্তার ঘটেনি। ১৮৮৮ সালে ইস্পাহানি কোম্পানি প্রাথমিকভাবে পূর্ববঙ্গে পাট ও চায়ের ব্যবসা শুরু করলেও দেশ ভাগের পরই কোম্পানিটি এই অঞ্চলে বড় পরিসরে বিনিয়োগ করে। পূর্ববঙ্গে স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ছোটখাটো ব্যবসার প্রসার হলেও বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে বড় পরিসরে সেবা বা পণ্য পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে বিজ্ঞাপন বা প্রচারনার ইতিহাস খুব একটা পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে দেখা যায় ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা শহর কিংবা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারীদের কথা ভেবেই বিজ্ঞাপন ছাপানো হতো। পূর্ববঙ্গের সমাজ ছিলো পুরোপুরি কৃষি নির্ভর। উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কাপড়ের বাণিজ্যের প্রসার অনেক আগে থেকে হলেও হাতে লেখা সাইনবোর্ড বা হাঁকডাক ছাড়া ঐ সমস্ত পণ্যের বিশেষ বিজ্ঞাপনের চল ছিলো না। পূর্ববঙ্গে মুদ্রণ পদ্ধতির আগমনের আরো প্রায় একশত বছর পর সর্বস্থরের মানুষের কথা ভেবে বিজ্ঞাপন প্রচারের চল শুরু হয়। এখানে পুরানো যে সব বিজ্ঞাপনের অস্থিত্ব পাওয়া তার মধ্যে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে চা'র বিজ্ঞাপন বেশি দেখা যায়।

১৯২১ সালের ৫ আগস্ট পূর্ববাংলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে 'জ্যোতি' নামে। এরপর ১৯২৯-এ চালু হয় 'দৈনিক', ১৯৩০-এ 'দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা', ১৯৩৬-এ দৈনিক 'আযান' এবং ১৯৪৬-এ 'দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান'। ভারত বিভক্তির সময় আব্দুস সামাদ সম্পাদিত দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান-ই কেবল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হতো। দেশ ভাগের পর পূর্ববাংলায় ফয়েজ আহমেদ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট চট্টগ্রাম থেকে প্রথম

দৈনিক প্রকাশিত হয়, নাম ছিল 'পয়গাম'। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় প্রকাশিত হয় 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার' এবং দৈনিক 'ইত্তেফাক'। আর দৈনিক 'সংবাদ' প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। এর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক এবং সংবাদ এখনো প্রকাশিত হয়।[১৭]

চিত্র ৬: পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকায় প্রকাশিত মুখ ও মুখোশ চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন।

বাংলাদেশের মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি পত্রিকা হলো 'মোহাম্মদী'। ১৯০৩ সালের আগস্ট মাসে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরে দুই বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মোহাম্মদী' ঢাকা থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এর প্রকাশ অব্যাহত থাকে।[১৮]১৯৫৮ সালে অক্টোবরে মাসিক মোহাম্মদীতে এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়(চিত্র ৫)।এখানে লেখা আছে *'আমি আমার কাপড় ঘরে ধোই, সানলাইট ইহাকে অতি সহজ করে তোলে'*, ভাষার ব্যবহারে বিশেষ মার্জিত ভাব দেখা যায়। পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'অতি সহজ' শব্দ দুটির নিচে আন্ডারলাইন করা হয়েছে। আজকের দিনে বিশেষ শব্দের ভিন্ন রং বা টাইফোগ্রাফিক্যাল ভিন্নতার মাধ্যমে যেভাবে শব্দের উপর আলাদা জোর দেয়া হয় এটিও সেরকম। তখনকার দিনের মুদ্রণ প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বিজ্ঞাপনকে যতটুকু আকর্ষণীয় করা যায় তার প্রয়াস লক্ষণীয়। দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় করার জন্য এই বিজ্ঞাপনে লাস্যময়ী রমণীর উপস্থাপন দেখা যায়।

চিত্র ৭: খেলাঘর পত্রিকায় প্রকাশিত মুখ ও মুখোশ চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন।

১৯৪৭'র ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পর পূর্ববাংলা অঞ্চলে ব্যবসার পুরোপুরি অনুকূল পরিবেশ তৈরি না হলেও ব্রিটিশ আমলের তুলনায় সহজ হয়ে আসে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বাজার তৈরি হয়। যার ফলে সমকালীন পত্রিকাগুলোই সিনেমার প্রচুর বিজ্ঞাপন ছাপানো হতো।চট্টগ্রাম শহরে ১৯৩৩ সাল থেকে প্রকাশিত 'উদয়ন' মাসিক পত্রিকার ১৯৫২ সালের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় দেখা যায় সিনেমার পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতিবিষয়ক নানান বিষয় স্থান পেয়েছে। মাসিক এই পত্রিকাটিতে তৎকালীন বাংলাদেশে প্রদর্শিত সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাপা হতো বলে জানা যায়। সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্যের নিয়মিত বিজ্ঞাপন ছাপা হতো 'উদয়ন'-এ। মীজানুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকী প্রকাশিত হতো 'রূপছায়া' (১৯৫০-১৯৬০) নামে। ঐ পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৫৭, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বিজ্ঞাপনের উপর গুরুত্বারোপ করে একটি লেখা ছাপানো হয়।

পঞ্চাশের দশকের শিশু-কিশোর পত্রিকা 'খেলাঘর'-এ ভারতীয় চলচ্চিত্র 'কাবুলিওয়ালা' এবং বাংলাদেশের প্রথম সবাক বাংলা চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল (চিত্র ৭)।[১৯] 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকাতেও ২রা আগস্ট ১৯৫৬ তারিখে মুখ ও মুখোশের বিজ্ঞাপন ছাপা হয় (চিত্র ৬)। পরের দিন অর্থাৎ ৩রা আগস্ট ১৯৫৬ সালে সিনেমাটি ঢাকার রূপমহল, চট্টগ্রামের নিরালা, নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড ও খুলনার উল্লাসিনী সিনেমাহলে একযোগে মুক্তি পায়। সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্ববাংলায় ভিনদেশি সিনেমার প্রভাবের ফলে সমাজে স্থানীয় বাঙালি সংস্কৃতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছিলো। তাই নাট্যকর্মী ও অভিনেতা আব্দুল জব্বার খাঁ দেশজ সংস্কৃতি নির্ভর সিনেমা বানানোর কথা ভাবেন। ৯৯ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই সিনেমায় তিনি অসামাজিক কর্মকাণ্ড, পারিবারিক কলহ ও দুর্নীতির মতো বিষয় তুলে ধরেন। মুখ ও মুখোশের জন্য পার্শ্ব অভিনেতা খোঁজার উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিলো।[২০] এই সিনেমার পোস্টার ডিজাইন করেন সুভাষ দত্ত। বাংলাদেশের প্রথম পূর্নাঙ্গ চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' দেশের মানুষের মাঝে বেশ সাড়া জাগায়। মুক্তিপ্রাপ্তির আগের দিন ততকালীন বেশ কিছু বাংলা পত্রিকাতে পাশের বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়। পোস্টারের সাথে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ইমেজের ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। তখন পত্রিকায় ক্যামরায় তোলা ছবির ব্যবহার দেখা গেলেও মুখ ও মুখোশের বিজ্ঞাপনের জন্য সরাসরি পোস্টার থেকে নেয়া ইমেজ না নিয়ে আলাদা করে হাতে আঁকা ছবির ব্যবহার করা হয়েছিলো।

চিত্র ৮: আজাদ পত্রিকায় ছাপাকোল্ড ক্রিম এবং ভ্যানিশিং ক্রিমের বিজ্ঞাপন।

১৯৫২ সালে সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ কর্তক প্রকাশিত বাংলাদেশে অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা ছিলো 'চিত্রালী'। পত্রিকাটি ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় ছিল। চলচ্চিত্র তারকাদের খবর, তাদের নিয়ে গুজব-গুঞ্জন, দেশের ও বিদেশের চলচ্চিত্র সংবাদ, নিবন্ধ, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ে কলাম, বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের খবর ইত্যাদি 'চিত্রালী' পত্রিকায় স্থান পেতো। 'চিত্রালী'তে সব ধরনের পণ্যের বিজ্ঞাপন ছাপা তো হতোই, চলচ্চিত্রের রঙিন বিজ্ঞাপনও ছাপা হতো বলে জানা যায়।[২১]

বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ'। মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ও ততকালীন সমাজ বাস্তবতার চিত্র জানার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি অন্যতম সহায়ক উৎস। ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর কলকাতা থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ৪৭-এর দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সনের ১৯ অক্টোবর পত্রিকাটির অফিস ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। তখন পূর্ববঙ্গের প্রধান দৈনিক ছিল আজাদ পত্রিকা। ১৯৪৯ সালে 'সাধু সাবধান' শিরোণামে সম্পাদকীয় লেখা হলে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভায় বিতর্কের তৈরি হয় এবং সরকার পত্রিকাটির বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়। ৫২'র ভাষা আন্দোলন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আজাদ পত্রিকা সাহসী ভূমিকা রাখে। ১৯৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আন্দোলনকারীদের উপর আইয়ুব খান

সরকার গুলি চালিয়ে হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি আজাদ পত্রিকা ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ স্বরূপ নিন্দা জানিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দৈনিক আজাদ পত্রিকা বাংলার জনগণের পক্ষ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২২] দেশ ভাগের পর পাকিস্তান আমলের নানা আন্দোলন সংগ্রাম, ৭১'র স্বাধীনতা, পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তান-পতন ও বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের অন্যতম উৎস এই পত্রিকাটি টিকে ছিলো ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। এই দীর্ঘ পথ চলায় বিজ্ঞাপন শিল্পের ও সমকালীন সংস্কৃতির নানা তথ্যের বড় একটি আর্কাইভ হয়ে উঠে দৈনিক আজাদ। এই বিজ্ঞাপনটি ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয় (চিত্র ৮)। *'Evening in Paris'* নামের কোল্ড ক্রিম এবং ভ্যানিশিং ক্রিমের বিজ্ঞাপন। ছবিতে The City Gates of Paris-এর ছবি লক্ষণীয়। ১৮৬৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত 'Bourjois' প্রসাধনী কোম্পনিটি ফ্রান্সের মালিকানাধীন ছিলো, আমেরিকান কোম্পানিCoty Inc. এর মালিকানা কিনে নেয়। ১৯৫২ সালে Bourjois কোম্পানির কিছু কিছু প্রসাধনী বাংলাদেশে পাওয়া যেতো।

'সাধনা ঔষধালয়'-এর এই বিজ্ঞাপনটি ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সালে 'সৈনিক' পত্রিকায় ছাপা হয়। ভারতসহ পৃথিবীর আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এক যুগান্তকারী নাম পূর্ববাংলার 'সাধনা ঔষাধালয়'। আয়ুর্বেদশাস্ত্রী যোগেশ চন্দ্র ঘোষ ১৯১৪ সালে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে রসায়নে অধ্যাপনার পাশাপাশি সাধনা ঔষধালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন।[২৩] দেশজ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে স্বদেশের মঙ্গল সাধনে শিক্ষক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র তখন থেকে তাঁর মনে স্থায়ী দাগ কাটে। ১৯১২ সালে জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর স্থানীয় ঔষধি গাছপালা থেকে ঔষধ ও বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশের মানুষের কথা ভেবে ১৯১৪ সালে ঢাকার সূত্রাপুর থানার গেন্ডারিয়ায় নিজ বাসভবনে 'সাধনা ঔষধালয়' নামে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরির কারখানার কার্যক্রম শুরু করেন। পূর্ববঙ্গে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরির এটিই প্রথম কারখানা। অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র ঘোষ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন।[২৪] উল্লেখিত বিজ্ঞাপনে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ছবি (ফটোগ্রাফ) ও পাশে কৃষক-মজুরের ছবি (রেখাচিত্র) দেখা যায়। বড় অক্ষরে ভাসানীকে *'পূব গগনের নূতন আলো!'* বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাথে রয়েছে সাধনা ঔষধালয়ের পক্ষ থেকে দেয়া বক্তব্য ও এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভাসানীর মতামত সম্বলিত দস্তখত ও তারিখসহ চিঠি। মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম তৃণমূল রাজনীতিবিদ। সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে গেছেন সারা জীবন।

চিত্র ৯: সৈনিক পত্রিকায় 'সাধনা ঔষধালয়'-এর বিজ্ঞাপন।
ছবির উৎস: 'Bangladesh on Record', A non-profit organization.

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি তাঁর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানীকে ২১শে ফেব্রুয়ারির আগেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৬ মাস জেলে বন্দী রাখা হয়। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালে শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে মওলানা ভাসানী 'যুক্তফ্রন্ট' নামক নির্বাচনী মোর্চা গঠন করেন।নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভোটে বিজয় অর্জন করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর ১৯৫৪ সালের ২৫শে মে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভাসানী সুইডেন গমন করেন। ৩০শে মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করে এবং মওলানা ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। প্রায় ১১ মাস বিভিন্ন দেশে অবস্থানেরপর ১৯৫৫ সালের ২৫ এপ্রিল তিনি দেশে ফিরতে পারেন।[২৫] দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও ত্যাগের এক অনন্য নজির রাখেন মওলানা ভাসানী। ভালোবেসে দেশের মানুষ ভাসানীকে 'মজলুম জননেতা' বলে ডাকতো। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণে 'সাধনা ঔষধালয়' ১৯৫৫ সালে অর্থাৎ যে বছর পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞা শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন সে বছর তাদের বিজ্ঞাপনে মওলানা ভাসানীর ছবি ও চিঠি ছাপায়। বিজ্ঞাপনে ভাসানীর প্রত্যাবর্তনকেই হয়তো 'পূব গগনে নূতন আলো' বলে উল্লেখ করা হয়েছিলো।

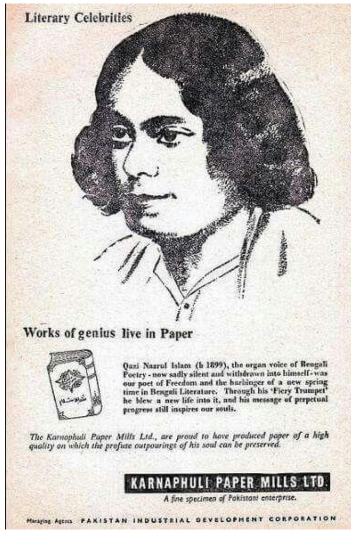

চিত্র ১০: কাজী নজরুল ইসলামকে বিষয়বস্তু করে কর্ণফুলী পেপার মিলস-এর বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে জনপ্রিয় ও প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিদের ছবি, উক্তি, মন্তব্য, স্বাক্ষর ইত্যাদি ব্যবহারের রেওয়াজ বেশ পুরানো। বাংলায় বিজ্ঞাপনে জনপ্রিয় ব্যক্তির ছবি ও উক্তি বা পণ্য সম্পর্কিত মন্তব্যের ব্যবহার সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু। তৎকালীন মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের জগতে রবীন্দ্রনাথ খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পণ্যের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রথমদিকে গবেষণা করেছেন কলকাতার মাসিক পত্রিকা 'পূরশ্রী'র সম্পাদক অরুণ কুমার রায়। তার তথ্য অনুযায়ী ১৮৮৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নব্বইটির বেশি

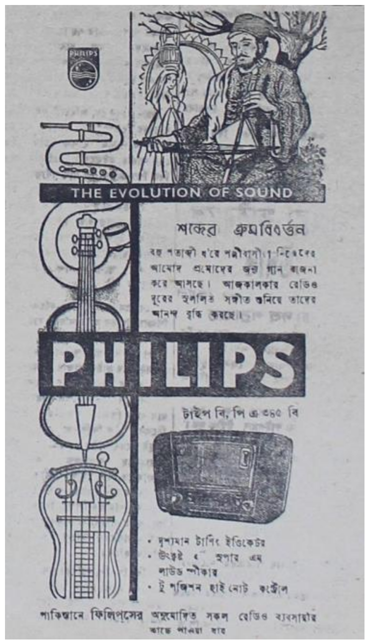

চিত্র ১১: ১৯৫৬ সালের ফিলিপস কোম্পানির রেডিও'র বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনে নিজের মন্তব্য, উক্তি, উদ্ধৃতি এবং ছবি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।[২৬] বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি আজকের মডেল বা জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মতো ছিলো না। ছবির ক্ষেত্রে গাম্ভীর্যপূণ পোট্রেটের ব্যবহার আর লেখা বা উক্তির ক্ষেত্রে শ্রুতিমধুরতা, ছন্দময়তা, রসবোধ, বুদ্ধিমত্তা ও দেশাত্ববোধের পরিচয় মেলে।[২৭]

কাজী নজরুল ইসলাম কর্ণফুলী পেপার মিলস কোম্পানির কাগজে লিখেছেন বলে গর্ব করে বিজ্ঞাপনে লিখেছে- *'The Karnophuli Paper Mills Ltd. are proud to have produced paper of a high quality on which the profuse outpourings of his soul can be preserved.'* তার উপর বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে- *'Works for genius live in Paper'* বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১০) পাকিস্তান আমলে, পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে বাংলাদেশের কোনো একটি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিলো। বিজ্ঞাপনের টেক্সট থেকে জানা যাচ্ছে নজরুল তখন নির্বাক জীবন কাটাচ্ছিলেন। এই বিজ্ঞাপনে টেক্সটের ভাষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাব্যময় শব্দ চয়ন ও বিনয়াবনত হয়ে কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কর্ণফুলী পেপার কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপন দিয়েছে যাতে ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্র ১২: দৈনিক আজাদে ছাপানো তিব্বত স্নোর বিজ্ঞাপন।

পাশের বিজ্ঞাপনটি(চিত্র ১১) ফিলিপস কোম্পানির রেডিও'র। ১৯৫৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর 'আজাদ' পত্রিকায় ছাপা হয়। বাংলাদেশের ঐ সময়ের বিজ্ঞাপনে ইমেজের পাশাপাশি ভাষা ও টেক্সটের ব্যবহারে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হতো। বিজ্ঞাপনের টেক্সটে আছে -*'THE EVOLUTION OF SOUND'* *'শব্দের ক্রমবিবর্তন'*, *'বহু শতাব্দী ধরে পল্লীবাসীরা নিজেদের আমোদ প্রমোদের জন্য গান বাজনা করে আসছে। আজকালকার রেডিও দূরের সুললিত সঙ্গীত শুনিয়ে তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করছে'*। ছবিতে বিশেষ পোষাক পরিহিত এক লোক বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে আর দূরে এক রমণী কলসিতে পানি নিয়ে যাচ্ছে। দুইজনের পোষাকের বিশেষত্ব হলো ইসলামিক অনুশাসন মেনে পরা পোষাক। মোটাদাগে বললে যা আরব থেকে পারস্য-আফগানিস্তান পাকিস্তান হয়ে বাংলাতে এসেছে মুঘলদের হাত ধরে। বাংলার মুসলমানরা যদিও পাজামা-পাঞ্জাবি বা লুঙ্গি-পাঞ্জাবিই বেশি পরিধান করে এসেছে। এই বিজ্ঞাপনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের কথা মাথায় রেখে পোশাকের ব্যবহার চিহ্নিত করা যায়। ইসলাম ধর্ম মতে গুটিকয়েক বাদ্যযন্ত্র বাদে বেশির ভাগই হারাম বা নিষিদ্ধ

চিত্র ১৩: দৈনিক আজাদে ছাপানো আলাদীন ব্যাটারির বিজ্ঞাপন।

হলেও সুফি ঘরানার মতাদার্শে মিউজিকের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে।বাণিজ্যিক প্রচারণারকৌশল হিসেবে বিষয়টিকে চতুরতার সাথে এই বিজ্ঞাপনটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।সনাতন ধর্মে গান, শ্লোক, বাদ্যযন্ত্র উপসনার সাথে সম্পৃক্ত। এই বিজ্ঞাপনে রাঁধা-কৃষ্ণের প্রেমের যে উপাখ্যান তারই ইসলাম সহনীয় রূপের উপস্থাপন মনে হয়। উপমহাদেশে ইসলাম ছড়িয়েছে সুফি মতাদর্শের উপর ভর করে। সরাসরি আরবের ইসলাম এখানে চর্চিত হয়নি। অন্যান্য মতার্দশের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার খাতিরে এই অঞ্চলের ইসলামকে অনেক বেশি নমনীয় হতে হয়েছে। ফলে ইসলামের প্রসার ঘটলেও বাঙ্গালির জাতিগত পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ নানান পদের গান ও বাদ্যযন্ত্র বাঙ্গালি ত্যাগ করেনি।

চিত্র ১৪: দৈনিক পূর্বদেশে ছাপানো কসকো সাবানেরবিজ্ঞাপন।

কহিনূর কেমিক্যালস কোম্পানি লি: ১৯৫৬ সালে প্রথম 'তিব্বত স্নো' বাজারে নিয়ে আসে। সারা বছর ব্যবহারযোগ্য স্নোটি এখনো এই কোম্পানির অন্যতম জনপ্রিয় প্রোডাক্ট। এই বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১২) ১৯৬৫ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদে ছাপানো হয়। বিজ্ঞাপনটির মডেল হয়েছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের তুমুল জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা সন্তোষ কুমার। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মুসা রাজা। পাকিস্তান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ প্রবাভশালী অভিনেতা হয়ে ওঠেন তিনি। পঞ্চাশের দশকে সন্তোষ কুমার পূর্ববঙ্গেও ভীষণ জনপ্রিয় রোমান্টিক হিরো হিসেবে পরিচিতি পান। বিকাশমান পূর্ববঙ্গের শিল্প-কারখানার উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য এমন পরিচিত ও জনপ্রিয় মুখ দরকার ছিলো।কোনো অভিনেতার জনপ্রিয়তাকে পণ্য প্রচারের হতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা বিজ্ঞাপন ইতিহাসে পুরানো কৌশল। সম্ভবত দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গে বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে জনপ্রিয় অভিনেতার উপস্থিতি প্রথম এই বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। এই বিজ্ঞাপনের টেক্সটে নতুনত্ব হলো, জনপ্রিয় মডেলের মুখের কথা সরাসরি উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন *'চিত্রতারকা সন্তোষ কুমার বলেন, ক্ষৌরকার্যের পর তিব্বত স্নো ব্যবহার আরামদায়ক'*।

আলাদীন ব্যাটারির এই বিজ্ঞাপনটি(চিত্র ১৩)১৯৫৬ সালে ২ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয়। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে করাচী থেকে আসা এ্যাটকো (ATCO) কোম্পানির আলাদীন সেল ব্যাটারি পূর্ববঙ্গে পাওয়া যেতো। প্রতিটি আট-নয় আনায় বিক্রি হতো। বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে চোর রাতের অন্ধকারে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ বাড়ির মালিক টর্চলাইট জ্বালালে চোর ধরা পড়ে যায়। আলাদীন ব্যাটারির বিজ্ঞাপনের টেক্সট এমন- *'সতর্ক হউন। চারিদিকে নজর রাখুন। অস্ত্র-শস্ত্র বা শক্তির প্রয়োজন নাই...* । আলাদীন সেল ব্যাটারির বিজ্ঞাপনে রাতের বেলা চোরের উৎপাতকে বিষয় করা হয়েছে।

কসকো সাবানের এই বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১৪) ১৯৬৬ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক পূর্বদেশে ছাপানো হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী 'রাণী' এই বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছিলেন। পাশাপাশি ছাপা হয় কসকো সাবান সম্পর্কে তার অনুকূল মতামত, যেমন– *'রূপসম্রাজ্ঞী "রাণী" বলেন– লাবণ্যময় ও মসৃণ ত্বকের জন্য "কসকো কোল্ড ক্রিম" সাবানই একমাত্র উপযুক্ত সাবান যা পূর্বে আমি কখনই ব্যবহার করিনি।'* সাথে ছাপা হয় অভিনেত্রী রাণীর স্বাক্ষর। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানের টিভি ও বড় পর্দায় রাণী ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পাকিস্তানের পাশাপাশি তৎকালীন বাংলাদেশেও তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষার সিনেমা বাংলাদেশেও মুক্তি পেতো।কসকো সাবান 'কমান্ডার সোপ কোং'র একটি পণ্য। বাংলাদেশের পুরানো কোম্পানিগুলোর মধ্যে এটি একটি। ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে।[২৮] কসকো সাবানের ক্ষয় কম হয় বলে হয়তো মিতব্যয়ী বাঙালি সমাজে একটা সময় কসকো সাবানের ভালো চাহিদা ছিলো। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নয় প্রসাধন হিসেবেও সাবানের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে কসকো সাবানের ভূমিকা ছিলো।

চিত্র ১৫: ১৯৬৯ সালেদৈনিক আজাদ পত্রিকায় লাক্স সাবানের বিজ্ঞাপন।

লাক্স সাবানের এই বিজ্ঞাপনটি(চিত্র ১৫:) ৮ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপানো হয়। বিজ্ঞাপনে মডেল হয়েছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের খ্যাতিমান নায়িকা হুসনা। তিনি 'আজব খান' (১৯৬১) সিনেমার মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশক বাংলাদেশে শিল্প-সাহিত্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সময়। তখন এখানে বিজ্ঞাপনে নারীদের উপস্থাপনার কৌশল মাত্রই শুরু হয়েছিলো। ইসলামি অনুশাসন নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় করে দেখানোর ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আছে। হুসনা বাংলাদেশে জনপ্রিয় ছিলো যার কারণে লাক্সের বিজ্ঞাপনে তার ছবি ও উক্তির ব্যবহার করা হয়েছিলো।*"বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স আমার ত্বক-সৌন্দর্যের সস্নেহ যত্ন নেয়"*, নায়িকা হুসনার এই উক্তি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়। ১৯২৯ সালে ভারতে প্রথম লাক্স বাজারে আসে এবং প্রথম লাক্সের বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় নায়িকা লীলা চিতনিস। লিভার ব্রাদার্স কোম্পানি জনপ্রিয় নায়িকাদের লাক্সের ব্র্যান্ড এম্বাসেডর (Brand Ambassador) হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করে যা পণ্যের প্রচারে ব্যাপক প্রভাব রাখে। বিজ্ঞাপন জগতে লাক্সের এই কৌশলটি অভিনব ও বেশ কার্যকর হয়েছে। ভারতে লাক্সের প্রথম বিজ্ঞাপনে সাবানের ব্যবহারবিধিও দেওয়া হয়েছিলো। সাথে *'লাক্স, সিনেমার নায়িকাদের সৌন্দর্য সাবান'* এই স্লোগানটি প্রচারিত হয়েছিলো।[২৯]

বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার' নামক একটা রিয়েলিটি শো'র আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে বাছাই করা তরুণীদের মিডিয়াতে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের পুরস্কৃত করা হয়। মূল উদ্দেশ্য লাক্সের প্রচার ও বিজ্ঞাপন। পরবর্তীতে নির্বাচিত তরুণীদের লাক্সের মডেল ও কখনো কখনো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করা

হয়। লাক্স নারীদের সৌন্দর্যের আঞ্চলিক মান নির্ধারণ করে, প্রচার করে এবং তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের বাজার ধরে রাখতে চায়। সৌন্দর্যের যে মান লাক্স তুলে ধরে সমাজে এর বিশেষ প্রভাব আছে। প্রচার ও পরিচিতি বাড়ানোর কৌশল হিসেবে পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীদের আকর্ষণীয় করে দেখানো ও সাধারণ মানুষকে পণ্য কিনতে প্রলুব্ধ করার জন্য নারীদের ব্যবহার উপমহাদেশে লাক্সই প্রথম করেছে।লাক্সের বিজ্ঞাপনে জনপ্রিয় ব্যক্তির ছবি ও পণ্য সম্পর্কিত অনুকূল মন্তব্য ব্যবহারের চল বাইরের দেশে আগে থেকে চালু থাকলেও বাংলাদেশে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের দিকে এর চল দেখা যায়। যুগে যুগে উপনিবেশিক শাসনের ভেতর থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজ শাসন আমলে ইউরোপীয় ভাবধারার নন্দনতত্ত্বই নির্ধারণ করে দিয়েছে সৌন্দর্যের মাপকাঠি। তারা আধুনিকতার নামে মানসিক দাসত্বেরবীজ রোপণ এবং প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের মাঝে বৈরিতার সম্পর্ক নির্মাণ করে দিয়েছে। বাংলার মানুষ নিজেদের অস্তিত্বের শিকড় ভুলে ইংরেজদের দেখানো পথে সমাজ পরিবর্তন করতে গিয়ে মূলত ওদের দাসে পরিণত হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় বাংলার মানুষের সৌন্দর্য-তত্ত্বে ও রুচিবোধে। বাংলাদেশে মানুষের শারীরিক সৌন্দর্যের যে বৈশিষ্ট্য আজো সমাজে প্রচলিত তা মূলতা ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা। লাক্সের বিজ্ঞাপনে জনপ্রিয় যে নারী মডেলদের নেয়া হয় তাদের রূপ বা সৌন্দর্যকে পুঁজি করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই কোম্পানির লক্ষ্য। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নারীর সৌন্দর্য ও যৌনতাকে পণ্যের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে নারী শরীরের যৌনাত্মক উপস্থাপনা এখন খুব সাধারণ বিষয়। বিজ্ঞাপনে নারীদের উপস্থিতি বাঙালি সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে। সাধারণত বিজ্ঞাপন সংস্কৃতিতে নারীদের অবস্থানকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পণ্য হয়ে উঠার পেছনে লাক্সের বিশেষ ভূমিকা আছে।

চিত্র ১৬: লাক্স সাবানেরবিজ্ঞাপনে বিভিন্ন সময়ে মডেল হওয়া নায়িকারা।

বর্তমান সময়ে মুদ্রণ প্রযুক্তির উন্নয়ন, মানুষের রুচির পরিবর্তন ও চাহিদাবৃদ্ধি, বৈশ্বিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ইত্যাদি কারণে পত্রিকা ও সাময়িকী সমূহের বিজ্ঞাপনে নতুনত্বের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। অনেক পণ্য বা সেবার সোস্যাল মিডিয়া বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুকে সারসংক্ষেপ করে ছবি আকারে পত্রিকা বা সাময়িকীগুলোতে ছাপানো হয়। ষাট-সত্তরের দশকে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনচিত্রে সাধারণত মডেলের সাথে পণ্যের ছবি ও প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা চোখে পড়ে তবে এই সময়ে বেশ কিছু মুদ্রিত বিজ্ঞাপনচিত্রের সঙ্গে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনের সংযোগ থাকায় ছোট নাটিকা বা গল্পের আকারে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ডায়ালগ বা জিঙ্গেল (Jingle), চরিত্র, নির্দিষ্ট রঙ ও পণ্যের ছবি প্রিন্টেড ভার্সনে ব্যবহার করে দর্শক বা ভোক্তাকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। মানুষের আবেগকে স্পর্শ করে এমন গল্প, যেমন- পিতা-পুত্রের বা কন্যার সম্পর্ক, ভাইবোনের সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক

ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পণ্যের ভূমিকাকে মূখ্য করে দেখানোর প্রয়াস দেখা যায়। মানুষ যেহেতু স্মৃতিচারণে আবেগী হয়ে পড়ে সেহেতু বিজ্ঞাপনের গল্পে স্মৃতিকাতরতাকে উপজীব্য করতে প্রায় দেখা যায়। পণ্যের নাম বা পরিচয় অবচেতন মনে মানুষের মস্তিষ্কে গেঁথে দিতে নির্দিষ্ট রঙকে চিহ্নিত করে বিজ্ঞাপনে সেই রঙকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্নভাবে ব্র্যান্ডিং করা হয়। সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব অবচেতনে পণ্যের পরিচয়ের ছাপ ফেলতে চায় ব্যবসায়ীগণ। কোম্পানিগুলো মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পছন্দ, প্রয়োজন, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়কে প্রভাবিত করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে চায়। দৈনন্দিন জীবন-যাপনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সহজ করার উদ্দেশ্যে পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভোগবাদী সমাজ তৈরি করে নিজেদের পুঁজি বৃদ্ধি ও অবস্থান শক্ত করতে চায়।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে কাগজে মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার ব্যবহার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ডিজিটাল মাধ্যমের সহজলভ্যতায় সাধারণ মানুষের হাতে থাকা বিভিন্ন ডিভাইসে সরাসরি বিজ্ঞাপন পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। বিকল্প অনেক মাধ্যম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন যেমন দীর্ঘ সময় দর্শকের সামনে থাকে তা অন্য মাধ্যমে সম্ভব নয়। বিলবোর্ড ও লিফলেটের (Leaflet) মতো মুদ্রণ নির্ভর প্রচার মাধ্যমগুলো আরো দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে।তবে মুদ্রিত পত্রিকার প্রয়োজন ধীরে ধীরে কমে আসছে এবং তাতে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের বড় একটি ক্ষেত্র হারিয়ে যেতে পারে। উন্নতবিশ্বের দেশগুলোয় যেখানে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ডাকবক্স রাখা হয় সেখানে কয়েকদিন পর পর বিভিন্ন পণ্যের মূল্যতালিকা সহকারে মুদ্রিত লিফলেট বা প্রচারপত্র রেখে যেতে দেখা যায়, তবে কেউ না চাইলে এই সেবাটি বন্ধ করে দিতে পারেন, যেমনটি কম্পিউটার বা ফোনের স্ক্রিনে বিজ্ঞাপন না চাইলে হাইড (Hide) বা ক্রস প্রেস করে বন্ধ করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো কোনো ওয়েবসাইটে (Website) একটা নির্দিষ্ট সময় (কয়েক সেকেন্ড) পর্যন্ত দেখার পর বিজ্ঞাপন হাইড করা সম্ভব হয়।

উপসংহার

মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ইতিহাস পুরানো হলেও পূর্ববঙ্গে এর আগমন বিংশ শতকের প্রথমার্ধে। ব্রিটিশ দুঃশাসনের পর দেশভাগের সাথে এই দেশ অন্য এক সংকটের সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানের শোষণের কারণে কিছু কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হলেও এর বেশির ভাগ সুফল ভোগ করতো পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ। এই অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়ার কারণে বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তাও তেমন তৈরি হয়নি। মুদ্রণ প্রযুক্তির আগমন ঘটলেও পত্র-পত্রিকা তেমন সার্বজনীন হয়ে উঠেনি। পাকিস্তান আমলে হাতেগোনা কয়েকটি পণ্যের বিজ্ঞাপন বেশি চোখে পড়ে, তারমধ্যে- চা, প্রসাধনী, বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পণ্য, চলচ্চিত্র, কাগজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত কিছু মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের উদাহরণ এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত লেখা, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে একটি ধারণা বা চিন্তাকে প্রচার করা হয়েছে যার প্রভাবে সাধারণ মানুষ যেনো পণ্যটি কিনতে উৎসাহিত হয়। পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত একটি উপস্থাপন এই প্রবন্ধ এবং এখানে পণ্যের বিজ্ঞাপন কীভাবে উপস্থাপন হচ্ছে তার ভিত্তিতে ঐ সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি পরিস্থিতির সাধারণ ও প্রাসঙ্গিক চিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজের উপর বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির যেমন প্রভাব থাকে তেমনি বিজ্ঞাপনের উপরেও রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভাব রয়েছে।বর্তমান সময়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন মাধ্যম থাকলেও পত্র-পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রয়েছে। মুদ্রণ

প্রযুক্তির উন্নয়ন ও কম্পিউটার-নির্ভর বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাহায্যে অনেক বেশি সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১ পার্বণ মাজহার, *বিজ্ঞাপনের ইতিহাস, কিভাবে, কবে থেকে শুরু হলো বিজ্ঞাপন?*, ইতিবৃত্ত (অনলাইন) [সর্বশেষ পরিবর্তন সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২২] http://surl.li/pxgok প্রেক্ষিত: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

২ তদেব

৩ মো: যোবায়ের আলী জুয়েল, বিজ্ঞাপনের ইতিহাস ॥ উপমহাদেশের পত্রপত্রিকায়, দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রকাশ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অনলাইন)। http://surl.li/pxgoy প্রেক্ষিত: ২০ আগস্ট ২০২২

৪ পার্বণ মাজহার, পূর্বোক্ত

৫ *Caxton Prints the First Book Advertisement in the English Language*, Jeremy Norman's HistoryofInformation.com http://surl.li/pxgpi প্রেক্ষিত: ২১ আগস্ট ২০২০

৬ Ben Judge, *11 March 1702 - the world's daily newspaper published*, MoneyWeek [Last update march 11, 2020] http://surl.li/pxgpt প্রেক্ষিত: ২১ আগস্ট ২০২২

৭ The History of Newspaper Ads, Newspaper Advertising Encyclopedia, Releasemyad.com http://surl.li/pxgqd প্রেক্ষিত: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২

৮ শাওন আকন্দ, গ্রাফিক ডিজাইন, চারু ও কারুকলা (লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৭, পৃ: ১৮০

৯ Arun Chaudhuri, INDIAN ADVERTISING 1780 to 1950 A.D., Published by the Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, 7 West Patel Nagar, New Delhi 110 008. http://surl.li/pxghb প্রেক্ষিত: ২৩ আগস্ট ২০২০

১০ তদেব

১১ তদেব

১২ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, 'বিজ্ঞাপন যেভাবে শুরু' প্রকাশ: 'সমকাল' ২৫ নভেম্বর ২০১৭, ১০ ভাদ্র ১৪২৭। http://surl.li/pxghs প্রেক্ষিত: ৫ সেপ্টেম্বও ২০২০

১৩ রতন লাল চক্রবর্তী 'বাংলা পিডিয়া' বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, [শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ০৪:৫০টার সময়, ৫ মে ২০১৪ তারিখে]

১৪ মুনতাসীর মামুন, 'ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র', প্রকাশ: 'কালেরকণ্ঠ' ১০ জানুয়ারি, ২০১৭

http://surl.li/pxgij

১৫ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পূর্বোক্ত

১৬ তদেব

১৭ 'সংবাদপত্র ও সাময়িকী'- হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং গোলাম রহমান, 'বাংলা পিডিয়া' বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ। [শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ০৫:০৫টার সময়, ৫ মে ২০১৪ তারিখে] http://surl.li/pxgjt প্রেক্ষিত: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০]

১৮ 'মোহাম্মদী' এ.এইচ.এম শফিকুল মাওলা 'বাংলা পিডিয়া' বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ। [শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ১৩:১৯টার সময়, ৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে] http://surl.li/pxgkg]

১৯ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পূর্বোক্ত।

২০ সজিব তৌহিদ, 'ঢাকার প্রথম ছবি 'মুখ ও মুখোশ'' প্রকাশ: 'সমকাল' ০৯ নভেম্বর ২০১৭

http://surl.li/pxglc প্রেক্ষিত: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০

২১ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পূর্বোক্ত

২২ মনু ইসলাম, 'দৈনিকআজাদ', 'বাংলা পিডিয়া' বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, [শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ২৩:৫৮টার সময়, ৪ মে ২০১৪ তারিখে]। http://surl.li/pxglg প্রেক্ষিত: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

২৩ 'শরীয়তপুর পোর্টাল', শরীয়তপুর জেলা বিষয়ক অনলাইন তথ্য পোর্টাল। http://surl.li/pxglo প্রেক্ষিত: ১০ জানুয়ারি, ২০২১

২৪ চন্দন সাহা রায়, 'সাধনা ঔষধালয় ঢাকা- যোগেশ চন্দ্র ঘোষ একটি নাম! একটি ইতিহাস!' http://surl.li/pxglx প্রেক্ষিত: ১০ জানুয়ারি, ২০২১

২৫ Engr. M Inamul Haque, Remerbering Moulana Bhasani, The Daily Star, Published: November 17, 2007. http://surl.li/pxgmf প্রেক্ষিত: ২৩ জানুয়ারি, ২০২১; উইকিপিডিয়া, http://surl.li/pxgml প্রেক্ষিত: ১৫ জানুয়ারি, ২০২১

২৬ শমিত দাশ, 'কবি যখন বিজ্ঞাপনে', আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রকাশ: ২৮ জুন ২০২০, অনলাইন সংস্করণ। http://surl.li/pxgmw প্রেক্ষিত: ১৬ জানুয়ারি, ২০২১

২৭ আহমেদ জুয়েল, বিজ্ঞাপন-তারকা রবীন্দ্রনাথ, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, প্রকাশ: ৬ আগস্ট ২০১০, অনলাইন সংস্করণ। http://surl.li/pxgnf প্রেক্ষিত: ২৮ জানুয়ারি, ২০২১

২৮ http://surl.li/pxgno প্রেক্ষিত: ৮ জানুয়ারি, ২০২১

২৯ আতিফ আতাউর, 'লাক্সের বিজ্ঞাপনে বলিউড তারকারা', কালের কণ্ঠ, ৬ জানুয়ারি ২০১৭, অনলাইন সংস্করণ। http://surl.li/pxgnv প্রেক্ষিত: ৮ জানুয়ারি, ২০২১

জমা প্রদানের তারিখ : ২৩.০২.২০২৩

গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৮.২০২৩